তথ্যবিবরণী                                                                                                নম্বর : ১৪২৬

**সংস্কৃতির বিকাশ কুসংস্কার ভেঙ্গে আলোর পথ দেখায়**

**-- খাদ্যমন্ত্রী**

নিয়ামতপুর (নওগাঁ), ৯ কার্তিক (২৫ অক্টোবর) :

খাদ্যমন্ত্রী সাধন চন্দ্র মজুমদার বলেছেন, সংস্কৃতির বিকাশ কুসংস্কার ভেঙ্গে আলোর পথ দেখায়, সম্প্রীতির বন্ধন শক্ত করে। একারণে ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর কৃষ্টি কালচার রক্ষায় পদক্ষেপ নিয়েছে বর্তমান সরকার।

আজ নওগাঁ জেলার নিয়ামতপুর উপজেলার ঐতিহ্যবাহী শিবপুর বারোয়ারী দুর্গা মন্দির কমিটির আয়োজনে শিবপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় মাঠে সমতলে বসবাসরত ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর নৃত্য প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় মন্ত্রী এসব কথা বলেন।

মন্ত্রী বলেন, ইতোমধ্যে নওগাঁ জেলায় ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর সদস্যদের নিয়ে গঠন করা হয়েছে ত্রিশূল নামে একটি সংগঠন। ত্রিশূল দেশ বিদেশে ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর সংস্কৃতি তুলে ধরতে কাজ করছে। বিদেশ থেকে তারা সন্মানও বয়ে আনতে সক্ষম হয়েছে। শিবপুর বারোয়ারী দুর্গা মন্দিরের আয়োজনে ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর ঐতিহ্যবাহী সাঁওতালি নৃত্য প্রতিযোগিতার আয়োজন হয়ে আসছে বংশ পরস্পরায়। আমরা এটাকে ধরে রাখতে চাই বলেও উল্লেখ করেন তিনি।

সাধন চন্দ্র মজুমদার বলেন, ‘দেশকে উন্নত করতে হলে সকল সম্প্রদায়কে সমানভাবে তৈরি করতে হবে। তাই প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা পিছিয়ে পড়া ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীকে এগিয়ে নিতে তাদের জীবনমান উন্নয়নে বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা দিয়ে যাচ্ছেন। ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর কৃষ্টি কালচার যাতে হারিয়ে না যায়, তারা অন্য ধর্মের প্রতি যাতে আকৃষ্ট না হয়, সে জন্যই ১৯৬২ সাল থেকে আমরা এই প্রতিযোগিতার আয়োজন করে আসছি। আগে অল্প পরিসরে হলেও বর্তমানে তা বড় পরিসরে হচ্ছে। তিনি বলেন, বাংলাদেশ অসম্প্রাদায়িক দেশ। আমরা যার যার ধর্ম পালন করবো। প্রত্যেক ধর্মকে আমরা সম্মান করবো। ধর্মের গোঁড়ামিকে আমরা পছন্দ করি না।’

নিয়ামতপুর উপজেলা নির্বাহী অফিসার ইমতিয়াজ মোরশেদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন নওগাঁ জেলার জেলা প্রশাসক মোঃ গোলাম মওলা, পুলিশ সুপার মুহাম্মদ রাশিদুল হক, নিয়ামতপুর উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান ফরিদ আহমেদ, নিয়ামতপুর থানার অফিসার ইনচার্জ মাইদুল ইসলাম এবং ত্রিশূলের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি প্রকৌশলী তৃণা মজুমদার। পরে মন্ত্রী প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার হিসাবে টেলিভিশন ও নৃত্য সামগ্রী তুলে দেন।

উল্লেখ্য, দেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর নারী-পুরুষ ও তরুণ-তরুণীদের ৩৫টি দল এই নৃত্য প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে।

#

কামাল/পাশা/রফিকুল/সেলিম/২০২৩/২২২৫ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                                            নম্বর : ১৪২৫

**ঘূর্ণিঝড় হামুনের প্রভাবে কক্সবাজার ও চট্টগ্রামে ক্ষতিগ্রস্ত**

**বিদ্যুৎ বিতরণ ব্যবস্থা অতিদ্রুত স্বাভাবিক করা হবে**

**-- বিদ্যুৎ প্রতিমন্ত্রী**

ঢাকা, ৯ কার্তিক (২৫ অক্টোবর) :

বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ প্রতিমন্ত্রী নসরুল হামিদ বলেছেন, ঘূর্ণিঝড় হামুনের প্রভাবে ক্ষতিগ্রস্ত বিদ্যুৎ বিতরণ ব্যবস্থা অতিদ্রুত স্বাভাবিক করা হবে। এমনকি আগামীকাল বিকেল ৩টার মধ্যে স্বাভাবিক হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। যদিও পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ডকে আরো দ্রুত সকল লাইন সচল করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। এ সময় তিনি সম্মানিত গ্রাহকদের একটু ধৈর্য ধরার ও সহযোগিতা করার অনুরোধ জানান।

উল্লেখ্য, কক্সবাজার পল্লী বিদ্যুৎ সমিতিতে ৪ লাখ ৫০ হাজার এবং চট্টগ্রাম-১ পল্লী বিদ্যুৎ সমিতিতে ৪ লাখ ১০ হাজার গ্রাহক বিদ্যুৎবিহীন হয়ে পড়েছিল। ইতোমধ্যে কক্সবাজারে ৫৫ হাজার এবং চট্টগ্রাম-১ পবিসে ১ লাখ ৩০ হাজার সংযোগ রিকভারি করা হয়েছে। প্রায় ৭০০ জন লাইনক্রু ১৬৩ গ্রুপে বিভক্ত হয়ে মাঠে কাজ করছে।

এছাড়া নিয়মিত লোকবল ও ঠিকাদারগণের পাশাপাশি চট্টগ্রাম পিবিএস-২ ও চট্টগ্রাম পিবিএস-৩ হতে অতিরিক্ত লোকবল ও ঠিকাদারকে কক্সবাজার জেলায় পাঠানো হয়েছে। ঘূর্ণিঝড় হামুনের প্রভাবে গ্যাস সরবরাহের বিষয়ে কোনো বিরূপ প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি।

#

আসলাম/পাশা/রফিকুল/সেলিম/২০২৩/২০০০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ১৪২৪

**সংসদ সদস্য ও সাবেক যোগাযোগ মন্ত্রী**

**সৈয়দ আবুল হোসেনের মৃত্যুতে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রীর শোক**

ঢাকা, ৯ কার্তিক (২৫ অক্টোবর):

মাদারীপুর-৩ আসনের সংসদ সদস্য ও সাবেক যোগাযোগমন্ত্রী আলহাজ্ব সৈয়দ আবুল হোসেনের মৃত্যুতে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রী স্থপতি ইয়াফেস ওসমান গভীর শোক ও দুঃখ প্রকাশ করেছেন।

এক শোক বার্তায় মন্ত্রী মরহুমের বিদেহী আত্মার মাগফিরাত কামনা করেন এবং শোকসন্তপ্ত পরিবারের সদস্যদের প্রতি গভীর সমবেদনা জানান।

উল্লেখ্য, সৈয়দ আবুল হোসেন আওয়ামী লীগের হয়ে মাদারীপুর-৩ আসন থেকে ১৯৯১ সালে সংসদ সদস্য নির্বাচিত হন। এরপর তিনি আরো তিনবার সংসদ সদস্য নির্বাচিত হয়েছিলেন। ২০০৯ থেকে ২০১২ পর্যন্ত আওয়ামী লীগ নেতৃত্বাধীন সরকারের যোগাযোগ মন্ত্রীর দায়িত্ব পালন করেন।

#

বিবেকানন্দ/পাশা/মোশারফ/জয়নুল/২০২৩/১৮৫৫ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ১৪২৩

**সাদেক কুরাইশী একজন সৎ ও আদর্শবান নেতা ছিলেন**

**--- নৌপরিবহন প্রতিমন্ত্রী**

ঠাকুরগাঁও, ৯ কার্তিক (২৫ অক্টোবর):

নৌপরিবহন প্রতিমন্ত্রী খালিদ মাহমুদ চৌধুরী বলেছেন, সাদেক কুরাইশী একজন সৎ, নিষ্ঠা ও আদর্শবান নেতা ছিলেন। আমাদেরও তার মতো আদর্শবান হতে হবে।

প্রতিমন্ত্রী আজ ঠাকুরগাঁও ইসলাম নগর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় মাঠে ঠাকুরগাঁও জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি ও জেলা পরিষদ চেয়ারম্যান মুহা. সাদেক কুরাইশীর জানাজায় অংশগ্রহণ করে এসব কথা বলেন।

খালিদ মাহমুদ চৌধুরী বলেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার আস্থাভাজন ছিলেন তিনি। তার মৃত্যুতে ইতোমধ্যে প্রধানমন্ত্রী ও আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের গভীর শোক জানিয়েছেন। আমরাও সকলে গভীরভাবে শোকাহত।

এ সময় কেন্দ্রীয় আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক সুজিত রায় নন্দী, ঠাকুরগাঁও জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক দীপক কুমার রায়সহ দলের বিভিন্ন স্তরের নেতাকর্মীরা শোক প্রকাশ করেন।

#

জাহাঙ্গীর/পাশা/মোশারফ/জয়নুল/২০২৩/১৮৪৫ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ১৪২২

**বর্তমান সরকার রূপকল্প ২০৪১ এর সফল বাস্তবায়ন করছে**

**--- আবুল হাসানাত আবদুল্লাহ্**

বরিশাল, ৯ কার্তিক (২৫ অক্টোবর):

পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তি চুক্তি বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষণ কমিটির আহ্বায়ক (মন্ত্রী পদমর্যাদা) আবুল হাসানাত আবদুল্লাহ্ বলেছেন, বর্তমান সরকারের রূপকল্প ২০৪১ এর সফল বাস্তবায়ন ও এসডিপি ২০৩০ অর্জনে বিভিন্ন বিভাগ ব্যাপক কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন করছে। তিনি বলেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সরকার সুষম উন্নয়ন নীতিতে বিশ্বাসী। বর্তমানে কোনো এলাকা বৈষম্যের শিকার হচ্ছে না।

আবুল হাসানাত আবদুল্লাহ্ আজ বরিশাল জেলার গৌরনদী উপজেলা পরিষদে আগৈলঝাড়া ও গৌরনদী উপজেলার চলমান বিভিন্ন প্রকল্পের অগ্রগতি নিয়ে আয়োজিত এক সমন্বয় সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন। এসময় উপজেলা চেয়ারম্যান ও উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন।

আবুল হাসানাত আবদুল্লাহ্ বলেন, বাংলাদেশ এখন অন্যান্য দেশের জন্য উন্নয়নের গ্লোবাল রোল মডেল। তিনি দেশব্যাপী বিভিন্ন উন্নয়ন কর্মকান্ডের তথ্য তুলে ধরে বলেন, বর্তমান সরকারের শাসনামলে বিগত ১৪ বছরে এলজিইডি পল্লী এলাকায় অবকাঠামো উন্নয়নে বরিশালসহ সারাদেশে প্রায় ৭৪ হাজার ৭০২ কিলোমিটার সড়ক নির্মাণ ও উন্নয়ন কাজ সম্পন্ন করেছে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কর্তৃক ২০১৮ সালের নির্বাচনী ইশতেহার অনুযায়ী প্রতিটি গ্রামকে নগর সুবিধার আওতায় আনতে ‘আমার গ্রাম-আমার শহর’ কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। তিনি বলেন, দেশব্যাপী সুপেয় পানি সরবরাহ নিশ্চিতকরণের জন্য বিগত ১৪ বছরে জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর নিরাপদ পানির উৎস স্থাপন করেছে। তিনি বলেন, বরিশালসহ দেশের প্রতিটি উপজেলায় শিক্ষা, স্বাস্থ্য, যোগাযোগ ও অবকাঠামো খাতে রেকর্ড পরিমাণ উন্নয়ন কাজ সফলভাবে চলছে।

আবুল হাসানাত আবদুল্লাহ্ আগৈলঝাড়া ও গৌরনদী উপজেলার চলমান উন্নয়ন কর্মকান্ডের সুফল যাতে তৃণমুলের মানুষ উপভোগ করতে পারে সেজন্য স্থানীয় প্রশাসনের কর্মকর্তা ও জনপ্রতিনিধিদেরকে সমন্বিতভাবে অধিকতর সততা, নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার সাথে স্ব স্ব দায়িত্ব পালনের আহ্বান জানান।

#

আহসান/পাশা/মোশারফ/জয়নুল/২০২৩/১৮৩০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ১৪২১

**যুক্তরাজ্যের সাবেক প্রধানমন্ত্রী টনি ব্লেয়ারের সাথে আইসিটি প্রতিমন্ত্রী’র সাক্ষাৎ**

ঢাকা, ৯ কার্তিক (২৫ অক্টোবর):

যুক্তরাজ্যের সাবেক প্রধানমন্ত্রী ও টনি ব্লেয়ার ইনস্টিটিউট ফর গ্লোবাল চেঞ্জের প্রতিষ্ঠাতা টনি ব্লেয়ার এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহমেদ পলকের মধ্যে এক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়।

গতকাল বেলজিয়ামের ব্র্যাসেলসে অনুষ্ঠিত টেক অ্যাক্সিলারেটর প্রোগ্রাম ২০২৩ এর ÔHarnessing the Technology Revolution : A New Vision for the StateÕ শীর্ষক সেশনের পর এ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়।

এ সময় টনি ব্লেয়ার প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে সরকার কিভাবে জনগণের জীবনমান উন্নত এবং আরো সমৃদ্ধ ভবিষ্যৎ গড়তে পারে সে বিষয়ে অনুপ্রেরণাদায়ী মতামত ব্যক্ত করেন। তিনি ডিজিটাল অবকাঠামোতে বিনিয়োগ, উদ্ভাবনকে সমর্থন এবং প্রযুক্তিকে যথাযথভাবে নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালিত করার ওপর গুরুত্বারোপ করেন।

প্রযুক্তির শক্তিকে কাজে লাগিয়ে বিশ্বকে আরো ভালো আবাস ভূমি হিসেবে গড়ে তুলতে প্রতিশ্রুতি ব্যক্ত করায় প্রতিমন্ত্রী টনি ব্লেয়ারের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। প্রতিমন্ত্রী বলেন, আমাদের লক্ষ্য জিরো ডিজিটাল ডিভাইড নিশ্চিত করতে একসাথে কাজ করা। স্মার্ট সিটিজেন, স্মার্ট গভর্নমেন্ট, স্মার্ট ইকোনমি এবং স্মার্ট সোসাইটি -- এ ৪টি স্তম্ভের ওপর ভিত্তি করে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ঘোষিত ২০৪১ সাল নাগাদ স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণের রূপরেখা তুলে ধরেন তিনি।

এছাড়াও প্রতিমন্ত্রী টনি ব্লেয়ার ইনস্টিটিউট আয়োজিত নৈশ্যভোজে অংশগ্রহণ করেন।

#

শহিদুল/পাশা/মোশারফ/জয়নুল/২০২৩/১৮১৫ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ১৪২০

**বাণিজ্যমন্ত্রীর সাথে দক্ষিণ কোরিয়া, সুইডেন ও সুইজারল্যান্ডের রাষ্ট্রদূতের সাক্ষাৎ**

ঢাকা, ৯ কার্তিক (২৫ অক্টোবর):

বাণিজ্যমন্ত্রী টিপু মুনশি’র সাথে বাংলাদেশে নিযুক্ত দক্ষিণ কোরিয়া, সুইডেন ও সুইজারল্যান্ডের রাষ্ট্রদূত সৌজন্য সাক্ষাৎ করেছেন।

আজ মন্ত্রণালয়ের অফিসকক্ষে দক্ষিণ কোরিয়ার রাষ্ট্রদূত Park Young Sik, সুইডেনের রাষ্ট্রদূত Alexandra Berg von Linde এবং সুইজারল্যান্ডের রাষ্ট্রদূত Reto Renggli পৃথক পৃথক সাক্ষাৎ করেন।

সাক্ষাৎকালে মন্ত্রী রাষ্ট্রদূতদের জানান, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সুদূরপ্রসারী ও গতিশীল নেতৃত্বে বিগত বছরগুলোতে যোগাযোগ, অবকাঠামো, স্বাস্থ্য ও শিক্ষাসহ সকল ক্ষেত্রে অভূতপূর্ব উন্নয়ন সাধিত হয়েছে। অনেকগুলো মেগা প্রকল্প বাস্তবায়িত হয়েছে। এলডিসি থেকে বেরিয়ে উন্নয়নশীল দেশে রূপান্তরিত হয়েছে, যা ২০২৬ সাল থেকে কার্যকর হবে। এর ফলে বাংলাদেশ সুযোগ-সুবিধা পাওয়ার পাশাপাশি কিছু চ্যালেঞ্জ আসবে। এসব চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় সরকার প্রস্তুতি নিচ্ছে উল্লেখ করে বিদেশি বন্ধু রাষ্ট্রকে পাশে থেকে সহযোগিতা অব্যাহত রাখার আহ্বান জানান টিপু মুনশি।

এ প্রসেঙ্গে টিপু মুনশি বলেন, ২০২৬ সালের পর পরবর্তী আরো তিন বছর বাংলাদেশ ডিউটি ফ্রি-কোটা ফ্রি সুবিধা অব্যাহত রাখার বিষয়ে বিশ্ব বাণিজ্য সংগঠন-ডব্লিউটিও ইতিবাচক মনোভাব দেখিয়েছে। এই সময়ের মধ্যে বাংলাদেশ নিজেদের সক্ষমতা বৃদ্ধির পাশাপাশি বিভিন্ন দেশের সাথে মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি করার জন্য সরকার নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে।

বাণিজ্যমন্ত্রী বলেন, ভৌগোলিক অবস্থান বিবেচনায় বাংলাদেশ এখন বিনিয়োগের জন্য সবচেয়ে আকর্ষণীয় জায়গা। সরকার বিনিয়োগকারীদের সব ধরনের সুযোগ-সুবিধা দিচ্ছে। বিভিন্ন সেবা ও পরিষেবা অনুমোদনে ওয়ানস্টপ সার্ভিস চালু করা হয়েছে। বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চলগুলোতে বিদেশি বিনিয়োগ আসছে। এসময় রাষ্ট্রদূতদের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট সরকার প্রধানদের বাংলাদেশে বিনিয়োগের আহ্বান জানান তিনি।

এসময় দক্ষিণ কোরিয়ার রাষ্ট্রদূত উভয় দেশের মধ্যকার বাণিজ্য প্রসারের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য মন্ত্রীকে আহ্বান জানান।

বৈঠকে সুইডেনের রাষ্ট্রদূত Alexandra Berg von Linde বাংলাদেশে বিদ্যুৎ ও নবায়নযোগ্য জ্বালানি খাতে বিনিয়োগের আগ্রহ প্রকাশ করে বলেন বিশ্বের অনেক দেশই এখন নবায়নযোগ্য জ্বালানিতে গুরুত্বারোপ করছে। এক্ষেত্রে সুইডেন সরকার বাংলাদেশকে সহযোগিতা করতে চায়।

অন্যদিকে সুইজারল্যান্ডের রাষ্ট্রদূত Reto Renggli এর সাথে বৈঠককালে বাণিজ্যমন্ত্রী বাংলাদেশের কৃষিখাতসহ অন্যান্য সেক্টরে আরো বেশি বিনিয়োগের জন্য দেশটির প্রতি আহ্বান জানান। এসময় বর্তমান সরকারের উন্নয়নের ভূয়সী প্রশংসা করে সুইজারল্যান্ডের রাষ্ট্রদূত পণ্য বৈচিত্র্যকরণে সহযোগিতা ছাড়াও বাংলাদেশের উন্নয়ন সহযোগী হয়ে পাশে থাকার প্রত্যয় ব্যক্ত করেন।

#

হায়দার/পাশা/মোশারফ/জয়নুল/২০২৩/১৮০০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                                                নম্বর : ১৪১৯

**কোভিড-১৯** **সংক্রান্ত** **সর্বশেষ** **প্রতিবেদন**

ঢাকা, ৯ কার্তিক (২৫ অক্টোবর) :

স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের তথ্যানুযায়ী মঙ্গলবার সকাল ৮টা থেকে আজ বুধবার সকাল ৮টা পর্যন্ত ২৪ ঘণ্টায় দেশে ৪ জনের শরীরে করোনা সংক্রমণ পাওয়া গেছে। নমুনা পরীক্ষার বিপরীতে রোগী শনাক্তের হার ১ দশমিক ২১ শতাংশ। এ সময় ৩৩০ জনের নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে।

          গত ২৪ ঘণ্টায় কোভিড-১৯ আক্রান্ত হয়ে কেউ মারা যায়নি। এ পর্যন্ত ২৯ হাজার ৪৭৭ জন করোনায় মৃত্যুবরণ করেছেন। করোনা ভাইরাস আক্রান্তদের মধ্যে এখন পর্যন্ত সুস্থ হয়েছেন ২০ লাখ ১৩ হাজার ৫৮৮ জন।

#

সুলতানা/পাশা/মোশারফ/রেজাউল/২০২৩/১৬৪৫ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ১৪১৮

**সাবেক যোগাযোগ মন্ত্রী সৈয়দ আবুল হোসেনের মৃত্যুতে মন্ত্রিপরিষদের সদস্যবৃন্দের শোক**

ঢাকা, ৯ কার্তিক (২৫ অক্টোবর) :

সাবেক যোগাযোগ মন্ত্রী বীর মুক্তিযোদ্ধা সৈয়দ আবুল হোসেনের মৃত্যুতে মন্ত্রিপরিষদের সদস্যবৃন্দ গভীর শোক ও দুঃখ প্রকাশ করেছেন।

পৃথক পৃথক শোকবার্তায় তাঁরা মরহুমের বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনা করেন এবং শোকসন্তপ্ত পরিবারের সদস্যদের প্রতি গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করেন।

সাবেক যোগাযোগ মন্ত্রী বীর মুক্তিযোদ্ধা সৈয়দ আবুল হোসেনের মৃত্যুতে গভীর শোক ও দুঃখ প্রকাশ করেছেন মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রী আ ক ম মোজাম্মেল হক, সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের; কৃষিমন্ত্রী ড. মোঃ আব্দুর রাজ্জাক; তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী ড. হাছান মাহ্‌মুদ; পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. এ কে আব্দুল মোমেন; পরিকল্পনামন্ত্রী এম এ মান্নান; বস্ত্র ও পাটমন্ত্রী গোলাম দস্তগীর গাজী, বীরপ্রতীক; স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রী জাহিদ মালেক; বাণিজ্যমন্ত্রী টিপু মুনশি; পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রী মোঃ শাহাব উদ্দিন; মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রী শ ম রেজাউল করিম; ভূমিমন্ত্রী সাইফুজ্জামান চৌধুরী এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তি চুক্তি বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষণ কমিটির আহ্বায়ক আবুল হাসানাত আবদু্ল্লাহ।

এছাড়াও শোক প্রকাশ করেছেন বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ প্রতিমন্ত্রী নসরুল হামিদ; শ্রম ও কর্মসংস্থান প্রতিমন্ত্রী বেগম মন্নুজান সুফিয়ান; নৌপরিবহন প্রতিমন্ত্রী খালিদ মাহ্‌মুদ চৌধুরী; তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী জুনা‌ইদ আহ্‌মেদ পলক; সংস্কৃতি বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী কে এম খালিদ; মহিলা ও শিশু বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী বেগম ফজিলাতুন নেছা, ধর্ম বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী মোঃ ফরিদুল হক খান, পরিকল্পনা প্রতিমন্ত্রী ড. শামসুল আলম এবং পানি সম্পদ উপমন্ত্রী এ কে এম এনামুল হক শামীম।

#

এনায়েত/জামান/শাম্মী/রাসেল/আসমা/২০২৩/১৫০০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ১৪১৭

**কৃষিকে আধুনিক করতে সহযোগিতা করবে ইউএসএআইডি**

ঢাকা, ৯ কার্তিক (২৫ অক্টোবর) :

বাংলাদেশের কৃষিকে আধুনিক করতে উন্নত গবেষণা কার্যক্রম ও উন্নত প্রযুক্তির বিষয়ে সহযোগিতা, কৃষির অগ্রাধিকার খাতে বিনিয়োগ ও সহযোগিতা এবং বেসকররি উদ্যোক্তাদের কৃষিখাতে সম্পৃক্ত করতে উদ্যোগ নিবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সংস্থা (ইউএসএআইডি)।

আজ সচিবালয়ে ইউএসএআইডি, ওয়াশিংটনের ডেপুটি অ্যাসিস্ট্যান্ট অ্যাডমিনিস্ট্রেটর অঞ্জলি কাউরের নেতৃত্বে একটি প্রতিনিধিদল কৃষিমন্ত্রী ড. মোঃ আব্দুর রাজ্জাকের সঙ্গে বৈঠকে এসব কথা জানান।

এসময় কৃষিমন্ত্রী বলেন, বর্তমান সরকার কৃষিকে আধুনিক ও লাভজনক করতে কাজ করছে। সেজন্য, কৃষিপণ্যের রপ্তানি বাড়াতে ও ভ্যালু অ্যাড করার লক্ষ্যে নানান উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। সম্প্রতি কৃষিতে অগ্রাধিকার খাত চিহ্নিত করে বিনিয়োগ পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছে। বিনিয়োগ পরিকল্পনায় কোল্ড স্টোরেজ স্থাপন ও সংগ্রহোত্তর ব্যবস্থাপনা, কৃষি প্রক্রিয়াজাতকরণ ও বিপণন, ক্লাইমেট স্মার্ট এগ্রিকালচার, সেচ ও পানি ব্যবস্থাপনা, দক্ষ মানবসম্পদ তৈরি ও ৪র্থ শিল্প বিপ্লবের প্রযুক্তি ব্যবহার এই ৬টি খাতকে অগ্রাধিকার দেয়া হয়েছে। এসব খাতে ইউএসএআইডির কারিগরি ও আর্থিক  সহযোগিতা প্রয়োজন।

বৈঠকে কৃষি মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব রুহুল আমিন তালুকদার, ইউএসএআইডির বাংলাদেশ মিশন ডাইরেক্টর রিড অ্যাচলিম্যান, ডাইরেক্টর মোহাম্মদ খান, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কৃষি বিভাগের অ্যাটাশে সারাহ জিলেস্কি প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

#

কামরুল/জামান/শাম্মী/রাসেল/মাসুম/২০২৩/১৫০০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ১৪১৬

**শিক্ষার্থীদের আত্মবিশ্বাসী করে গড়ে তুলতে হবে**

**- খাদ্যমন্ত্রী**

নওগাঁ (সাপাহার), ৯ কার্তিক (২৫ অক্টোবর) :

খাদ্যমন্ত্রী সাধন চন্দ্র মজুমদার বলেছেন, শিক্ষার্থীদের আগামীর জন্য আত্মবিশ্বাসী করে গড়ে তুলতে হবে। দেশপ্রেমিক ও দায়িত্বশীল প্রজন্ম তৈরি করার লক্ষ্যে বর্তমান সরকার শিক্ষাক্রমে গুণগত পরিবর্তন এনেছে।

আজ নওগাঁয় সাপাহার পাইলট উচ্চ বিদ্যালয়ে কৃতি শিক্ষার্থীদের সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে মন্ত্রী এসব কথা বলেন।

শিক্ষার্থীদের মুক্তিযুদ্ধের প্রকৃত ইতিহাস জানার আহ্বান জানিয়ে মন্ত্রী বলেন, বাংলাদেশকে চিনতে হবে। সেই সাথে দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হতে হবে। বিশ্বের দরবারে দেশকে উঁচুতে তুলে ধরার মানসিকতা নিয়ে বড় হওয়ার আহ্বানও জানান সাধন চন্দ্র মজুমদার।

মন্ত্রী আরো বলেন, আগে শিক্ষার্থীদের শিক্ষাজটে পড়তে হতো। শিক্ষা জীবনের মূল্যবান সময় নষ্ট হতো। এখন বিশ্ববিদ্যালয়ে সেশনজট নেই। সময়মতো শিক্ষা জীবন শেষ করে কর্মে প্রবেশ করতে সক্ষম হচ্ছে শিক্ষার্থীরা। দেশে বর্তমানে কারিগরি ও প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষারও বিস্তার ঘটছে বলে উল্লেখ করেন তিনি। শিক্ষকদের উদ্দেশ্যে মন্ত্রী বলেন, শিক্ষার্থীদের সুশিক্ষায় শিক্ষিত করে দেশের উন্নয়ন অংশীদার হিসেবে গড়তে আপনাদের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ।

পরে মন্ত্রী ২০২৩ সালের এসএসসি পরীক্ষায় সাফল্য অর্জনকারী কৃতি শিক্ষার্থীদের হাতে ক্রেস্ট তুলে দেন।

#

কামাল/জামান/শাম্মী/রাসেল/আসমা/২০২৩/১৩৩৩ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ১৪১৫

**সাবেক যোগাযোগ মন্ত্রী সৈয়দ আবুল হোসেনের মৃত্যুতে তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রীর শোক**

ঢাকা, ৯ কার্তিক (২৫ অক্টোবর) :

সাবেক যোগাযোগ মন্ত্রী ও মাাদারীপুর-৩ আসনের সাবেক সংসদ সদস্য আলহাজ সৈয়দ আবুল হোসেনের মৃত্যুতে গভীর শোক ও দুঃখ প্রকাশ করেছেন তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী এবং আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ড. হাছান মাহ্‌মুদ।

মঙ্গলবার দিবাগত রাতে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে সৈয়দ আবুল হোসেনের ইন্তেকালের সংবাদে শোকাহত তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী প্রয়াতের বিদেহী আত্মার শান্তি কামনা করেন এবং শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা জানান।

ড. হাছান ব্রাসেলস থেকে প্রেরিত তার শোকবার্তায় বলেন, বলিষ্ঠ রাজনীতিবিদ সৈয়দ আবুল হোসেন বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের হয়ে মাদারীপুর-৩ আসন থেকে ১৯৯১ সালে পঞ্চম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে সংসদ সদস্য নির্বাচিত হন। তিনি সপ্তম, অষ্টম ও নবম সংসদ নির্বাচনে সংসদ সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন।

মন্ত্রী প্রয়াতের কর্মজীবন স্মরণ করে আরো বলেন, সৈয়দ আবুল হোসেন ১৯৯৬ সালে আওয়ামী লীগ সরকারের এলজিইডি প্রতিমন্ত্রী ছিলেন এবং ২০০৯ থেকে ২০১২ পর্যন্ত আওয়ামী লীগ সরকারের যোগাযোগ মন্ত্রীর দায়িত্ব পালন করেন। তিনি আওয়ামী লীগের সাবেক আন্তর্জাতিক বিষয়ক সম্পাদক ছিলেন। শুধু তাই নয়, তাঁর এলাকায় শিক্ষা বিস্তারে সৈয়দ আবুল হোসেন অবিস্মরণীয় ভূমিকা রেখেছেন।

#

আকরাম/জামান/শাম্মী/রাসেল/কামাল/২০২৩/১২৫০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ১৪১৪

**সাবেক যোগাযোগ মন্ত্রী সৈয়দ আবুল হোসেনের মৃত্যুতে কৃষিমন্ত্রীর শোক**

ঢাকা, ৯ কার্তিক (২৫ অক্টোবর) :

সাবেক যোগাযোগ মন্ত্রী বীর মুক্তিযোদ্ধা সৈয়দ আবুল হোসেনের মৃত্যুতে গভীর শোক ও দুঃখ প্রকাশ করেছেন কৃষিমন্ত্রী ও আওয়ামী লীগের প্রেসিডিয়াম সদস্য ড. মোঃ আব্দুর রাজ্জাক।

মন্ত্রী আজ এক শোকবার্তায় মরহুমের বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনা করেন এবং তাঁর শোকসন্তপ্ত পরিবারের সদস্যদের প্রতি গভীর সমবেদনা জানান।

#

কামরুল/জামান/শাম্মী/রাসেল/কামাল/২০২৩/১২৪০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ১৪১৩

**সাবেক যোগাযোগ মন্ত্রী সৈয়দ আবুল হোসেনের মৃত্যুতে মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রীর শোক**

ঢাকা, ৯ কার্তিক (২৫ অক্টোবর) :

সাবেক যোগাযোগ মন্ত্রী ও মাদারীপুর-৩ আসনের সাবেক সংসদ সদস্য সৈয়দ আবুল হোসেনের মৃত্যুতে গভীর শোক ও দুঃখ প্রকাশ করেছেন মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রী আ ক ম মোজাম্মেল হক।

মন্ত্রী আজ এক শোকবার্তায় মরহুমের বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনা করেন এবং তাঁর শোকসন্তপ্ত পরিবারের সদস্যদের প্রতি গভীর সমবেদনা জানান।

#

এনায়েত/জামান/শাম্মী/রাসেল/কামাল/২০২৩/১২৩০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ১৪১২

ঘূর্ণিঝড় ‌‌‘হামুন’

**সমুদ্র বন্দরগুলোতে ৩ নম্বর সতর্ক সংকেত**

ঢাকা, ৯ কার্তিক (২৫ অক্টোবর) :

উত্তরপূর্ব বঙ্গোপসাগর ও তৎসংলগ্ন এলাকায় অবস্থানরত প্রবল ঘূর্ণিঝড় ‘হামুন’ উত্তরপূর্ব দিকে অগ্রসর হয়ে রাত ১ টায় উপকূল অতিক্রম করে দুর্বল হয়ে সাতকানিয়া, চট্টগ্রাম স্থলভাগে গভীর নিম্নচাপ আকারে অবস্থান করছে। এটি স্থল ভাগের অভ্যন্তরে আরো অগ্রসর ও বৃষ্টি ঝরিয়ে ক্রমান্বয়ে দুর্বল হতে পারে।

চট্টগ্রাম ও কক্সবাজার সমুদ্র বন্দরসমূহকে ৭ (সাত) নম্বর বিপদ সংকেত নামিয়ে তার পরিবর্তে ৩ (তিন) নম্বর পুনঃ ৩ (তিন) স্থানীয় সতর্ক সংকেত দেখাতে বলা হয়েছে।

মোংলা ও পায়রা সমুদ্র বন্দরকে ৫ (পাঁচ) নম্বর বিপদ সংকেত নামিয়ে তার পরিবর্তে ৩ (তিন) নম্বর পুনঃ ৩ (তিন) স্থানীয় সতর্ক সংকেত দেখাতে বলা হয়েছে।

উত্তর বঙ্গোপসাগরে অবস্থানরত সকল মাছ ধরার নৌকা ও ট্রলারসমূহকে পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত নিরাপদ আশ্রয়ে থাকতে বলা হয়েছে।

#

নাজমুল/জামান/রাসেল/আসমা২০২৩/১০০০ ঘণ্টা

**আজ বিকাল পাঁচটার আগে প্রচার করা নিষেধ**

তথ্যবিবরণী নম্বর : ১৪১১

**জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে ডক্টর**

**অব ল’জ উপাধি প্রদান উপলক্ষ্যে প্রধানমন্ত্রীর বাণী**

ঢাকা, ৯ কার্তিক (২৫ অক্টোবর) :

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে আগামীকাল ডক্টর অব ল’জ উপাধি প্রদান উপলক্ষ্যে নিম্নোক্ত বাণী প্রদান করেছেন :

“সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে ডক্টর অব ল’জ উপাধিতে ভূষিত করার যে সিদ্ধান্ত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় নিয়েছে, তা একইসঙ্গে ঐতিহাসিক তাৎপর্যপূর্ণ এবং সবিশেষ প্রশংসাযোগ্য। এই উপলক্ষ্যে আমি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য, একাডেমিক কাউন্সিলের সম্মানিত সদস্যবৃন্দসহ শিক্ষক-শিক্ষার্থী এবং কর্মকর্তা-কর্মচারীকে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানাই ।

১৯৪৭ সালে ব্রিটিশ ভারত ভেঙে এ উপমহাদেশে যে রাষ্ট্র ব্যবস্থার সৃষ্টি হয়, সেই রাষ্ট্রটি বাংলা ভাষাভাষী জনগোষ্ঠীর জন্য নিরাপদ আবাসভূমি ছিল না- এ সত্যটি সবার আগে অনুধাবন করতে পেরেছিলেন এ বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগের তৎকালীন তরুণ ছাত্র শেখ মুজিবুর রহমান। তিনি সবার আগে বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবিতে আন্দোলন গড়ে তুলতে সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন এবং কালক্রমে হয়ে উঠেন বাঙালি জাতির পিতা, বঙ্গবন্ধু, স্বাধীনতার মহান স্থপতি, বাঙালি ইতিহাসের মহানায়ক ও সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি। তাঁর নেতৃত্বে পরিচালিত বহু আন্দোলনের সাক্ষী হয়ে আছে এই বিশ্ববিদ্যালয়। ’৫২ এর জাতির ভাষাভিত্তিক স্বাতন্ত্র্য চেতনা রক্ষার ভাষা আন্দোলন, জাতির পিতা ঘোষিত ’৬৬ এর ছয় দফার ভিত্তিতে স্বায়ত্তশাসন আন্দোলনে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী-শিক্ষক, কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দ ছিলেন সম্মুখ সারির যোদ্ধা । জাতির পিতার আহ্বানে ১৯৭১ সালে মহান মুক্তিযুদ্ধে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছে এ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-শিক্ষক-কর্মকর্তা ও কর্মচারী। তাঁদের অনেকে শহিদ হয়েছেন। স্বাধীনতা পরবর্তী সকল গণতান্ত্রিক আন্দোলন, অসাম্প্রদায়িক সাংস্কৃতিক সত্তার বিকাশ ও দেশের গণমানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষা পূরণে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-শিক্ষক-কর্মচারীগণ অগ্রভাগে থেকে অব্যাহতভাবে নেতৃত্ব প্রদান করে আসছেন । প্রতিষ্ঠার পর হতে আজ পর্যন্ত অনন্য দক্ষতায় মনন ও মানবিকতায় অভূতপূর্ব সংশ্লেষ ঘটিয়ে এই মহিরূহ বিদ্যায়তন সমগ্র দেশকে জ্ঞান-বিজ্ঞানে পরিপুষ্ট করে চলেছে । জাতির পিতার দূরদর্শী নির্দেশনায় ১৯৭৩ সালে বিশ্ববিদ্যালয় অর্ডিন্যান্স ঘোষণার মাধ্যমে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন গঠন করা হয়, যার মূল বার্তা ছিলো- বিশ্ববিদ্যালয়ে চিন্তার স্বাধীনতা ও মুক্ত-বুদ্ধিচর্চার পরিবেশ সৃষ্টি করা ।

আওয়ামী লীগ সরকার সবার জন্য মানসম্মত শিক্ষার সমান সুযোগ নিশ্চিত করতে শিক্ষা খাতকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিয়ে এর সার্বিক উন্নয়নে নিরলস কাজ করে যাচ্ছে। আমাদের সরকারের বিগত প্রায় ১৫ বছরে গৃহীত বিভিন্ন সময়োপযোগী উদ্যোগের ফলে শিক্ষা খাতে প্রশংসনীয় সাফল্য অর্জিত হয়েছে। উচ্চশিক্ষার সুবিধা জনগণের দোরগোড়ায় পৌঁছে দিতে দেশে সরকারি-বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা বাড়ানো হয়েছে। করোনাভাইরাসের প্রভাব কাটিয়ে শিক্ষার উন্নয়নকে ত্বরান্বিত করতে আমরা প্রযুক্তিনির্ভর আধুনিক ও বিজ্ঞানভিত্তিক শিক্ষা ব্যবস্থার ওপর জোর দিয়েছি। আমরা বিশ্বায়ন ও চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় বিজ্ঞান, তথ্য প্রযুক্তি জ্ঞানসম্পন্ন দক্ষ মানব সম্পদ গড়ে তুলতে শিক্ষা ব্যবস্থাপনা এবং শিক্ষা কার্যক্রমে আইসিটি এবং ডিজিটাল প্রযুক্তির সুবিধা নিশ্চিত করতে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছি। আমাদের সরকার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা ও গবেষণার উন্নয়নে নানা উদ্যোগ গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করেছে। শিক্ষক, শিক্ষার্থী, কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের আবাসিক সংকট নিরসনে বিভিন্ন হল ও ভবন নির্মাণ করা হয়েছে।

-২-

অধিকতর উন্নত গবেষণার মাধ্যমে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ভবিষ্যতে যে কোন সংকট উত্তরণে সক্রিয় ভূমিকা রাখবে এবং দ্রুত পরিবর্তনশীল বিশ্বের সঙ্গে তাল মিলিয়ে শিক্ষা-গবেষণা, বিজ্ঞান, প্রযুক্তিসহ জ্ঞানের সকল শাখায় এগিয়ে যাবে বলে আমার বিশ্বাস । এই বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন প্রাক্তন শিক্ষার্থী হিসেবে আশা করি, জ্ঞান ও আলোর পথের অভিযাত্রায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় নতুন দিগন্ত তৈরি করুক।

দেশের ইতিহাস-ঐতিহ্য সম্পর্কিত জ্ঞান-বিজ্ঞানের নিবিড় চর্চা এবং আর্থসামাজিক উন্নয়নে ও জাতিরাষ্ট্র বাংলাদেশ সৃষ্টিতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অনবদ্য অবদান চিরকাল স্মরণীয় হয়ে থাকবে। আমি বিশ্বাস করি, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীগণ দেশপ্রেম, সততা ও নিষ্ঠার সঙ্গে তাঁদের অর্জিত জ্ঞান, মেধা-মনন ও সৃজনশীলতা প্রয়োগ করে ২০৪১ সালের মধ্যে জাতির পিতার ক্ষুধা-দারিদ্র্যমুক্ত স্বপ্নের সোনার বাংলাদেশ তথা জ্ঞানভিত্তিক স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণে নিজ নিজ অবস্থান থেকে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখবেন ।

জাতির পিতাকে ডক্টর অব ল’জ ডিগ্রি প্রদান করা প্রকৃতপক্ষে বাংলাদেশের উন্নয়ন অভিযাত্রাকেই স্বীকৃতি প্রদান করা। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এই মহতী উদ্যোগ সফল হোক, জাতি হিসেবে আমরা কিছুটা হলেও পিতৃঋণ স্বীকারে সক্ষম হই ।

আমি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক আয়োজিত এই বিশেষ সমাবর্তনের সার্বিক সাফল্য কামনা করছি ।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।”

#

শাহানা/জামান/শাম্মী/রাসেল/মাহমুদা/কামাল/২০২৩/১১২০ ঘণ্টা

আজ বিকাল পাঁচটার আগে প্রচার করা নিষেধ

**আজ বিকাল পাঁচটার আগে প্রচার করা নিষেধ**

তথ্যবিবরণী নম্বর : ১৪১০

**জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে ডক্টর অব ল’জ**

**উপাধি প্রদান উপলক্ষ্যে রাষ্ট্রপতির বাণী**

ঢাকা, ৯ কার্তিক (২৫ অক্টোবর) :

রাষ্ট্রপতি মোঃ সাহাবুদ্দিন জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে আগামীকাল ডক্টর অব ল’জ উপাধি প্রদান উপলক্ষ্যে নিম্নোক্ত বাণী প্রদান করেছেন :

“ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে ডক্টর অব ল’জ উপাধিতে ভূষিত করার উদ্যোগকে আমি স্বাগত জানাই। নিঃসন্দেহে এটি একটি প্রশংসনীয় উদ্যোগ এবং জাতির পিতার প্রতি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের বিনম্র শ্রদ্ধা ও হৃদয় নিংড়ানো ভালোবাসারই বহিঃপ্রকাশ।

প্রাচ্যের অক্সফোর্ড খ্যাত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় দেশের অন্যতম বৃহৎ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। ১৯২১ সালে মুক্তবুদ্ধি চর্চার প্রতিশ্রুতি নিয়ে দেশের এই বিদ্যাপীঠের যে অগ্রযাত্রা সূচিত হয়েছিল, নানা চড়াই-উৎরাই পেরিয়ে আজও সেই মূলধারা বিকাশমান রয়েছে। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এ শিক্ষায়তন থেকেই দেশের সাধারণ মানুষের মুক্তির স্বপ্ন দেখেছিলেন। মহান ভাষা আন্দোলন থেকে শুরু করে মুক্তিযুদ্ধসহ সকল গণতান্ত্রিক আন্দোলন-সংগ্রাম এবং দেশের আর্থসামাজিক উন্নয়নের প্রতিটি ক্ষেত্রে নেতৃত্ব দিয়েছে এ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা। মূলতঃ বাংলাদেশের ইতিহাস, ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম। মহান মুক্তিযুদ্ধে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অনেক ছাত্র-শিক্ষক নিজেদের জীবন উৎসর্গ করেছেন। আমি সেসব বীর শহিদদের স্মৃতির প্রতি জানাই গভীর শ্রদ্ধা। মহান মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উদ্বুদ্ধ, বিজ্ঞানমনস্ক ও মানবিকবোধসম্পন্ন জাতি গঠনে বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তমান-প্রাক্তন শিক্ষক-শিক্ষার্থীরা আরো কার্যকর ও ইতিবাচক ভূমিকা রাখবে— এ আমার প্রত্যাশা।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে জ্ঞান-বিজ্ঞানচর্চা ও মননশীলতার প্রাণকেন্দ্র করে দেশের উচ্চশিক্ষা ব্যবস্থাকে অনন্য উচ্চতায় এগিয়ে নিতে চেয়েছিলেন। ১৯৭০ সালে সাধারণ নির্বাচন উপলক্ষ্যে তিনি বলেছিলেন ‘কোনো দেশ বা সমাজের বিকাশের জন্য শিক্ষাখাতে বিনিয়োগ হচ্ছে সর্বোৎকৃষ্ট- এর চেয়ে বড় বিনিয়োগ আর হতে পারে না।’ এই চিন্তা সময় উত্তীর্ণ, এই ভাবনা চিরকালীন। আমার বিশ্বাস, দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সর্বদা সচেতন। স্বাধীন বাংলাদেশের প্রতিটি গণআন্দোলনে এই বিদ্যায়তন যেরূপ অগ্রণী ভূমিকা রেখেছে, বঙ্গবন্ধুর ছাত্রত্ব ফিরিয়ে দিয়ে নিজেদের কলঙ্কমুক্ত করতে তেমনি উদ্যোগী হয়েছে। আজ বঙ্গবন্ধুকে অত্যন্ত মর্যাদাপূর্ণ উপাধিতে ভূষিত করার আয়োজনের মধ্য দিয়ে আবারও পথিকৃতের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছে।

বঙ্গবন্ধুর সুদূরপ্রসারী দৃষ্টিকে মেধা ও মননে ধারণ করে অগ্রবর্তী বাংলাদেশকে দেখতে হবে। তাঁর যেসব চিন্তা এখনও বাস্তবায়ন করা সম্ভব হয়নি সেগুলো অবিলম্বে বাস্তবায়ন করতে হবে। জাতির পিতার অসম্পূর্ণ স্বপ্ন পূরণের শক্তি অর্জনের জন্যই জাতির পিতাকে এই অনন্য সম্মান প্রদর্শন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এই উদ্যোগের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সকলকে আমি আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশেষ সমাবর্তন সফল হোক- এ কামনা করি।

জয় বাংলা।

খোদা হাফেজ, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।”

#

রাহাত/জামান/শাম্মী/মাহমুদা/কলি/আসমা/২০২৩/১০৩০ ঘণ্টা

আজ বিকাল পাঁচটার আগে প্রচার করা নিষেধ